কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

এমপিওভুক্ত শিক্ষক

মার্চের বেতন নতুন স্কেলে, সঙ্গে ৬ মাসের বকেয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নতুন জাতীয় স্কেলে এপ্রিলেই মার্চ মাসের বেতন পেতে যাচ্ছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত (বেতন বাবদ সরকারি অনুদান পাওয়া) প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী। একই সঙ্গে তাঁরা পাবেন ছয় মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) বকেয়া বেতন-ভাতার অর্থ। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সোমবার রাতে কালের কণ্ঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নতুন স্কেল অনুযায়ী আগামী বেতনের সঙ্গেই ছয় মাসের বকেয়া একসঙ্গে পাবেন শিক্ষকরা। বাকি বকেয়াও শিগগিরই হাতে পাবেন। আজ (গতকাল সোমবার) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে দুই হাজার ৫৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়েছে।'

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

মার্চের বেতন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারির প্রস্তুতি চলছে বলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

গত ২০ ডিসেম্বর এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা নতুন বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা জুলাই ২০১৫ থেকেই পাবেন। কিন্তু প্রজ্ঞাপনে যোগ্যতা যাছাই-বাছাইয়ের শর্ত উল্লেখ করার কারণে কবে এই বেতন-ভাতা পাওয়া যাবে তা নিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠন এ নিয়ে আন্দোলনেরও হুমকি দেয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসাভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা পাওয়ার কথা আগামী জুলাই থেকে।

নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী এমপিওভুক্ত কলেজের প্রভাষকের মূল বেতন হচ্ছে নবম গ্রেডে ২২ হাজার টাকা। এত দিন তাঁরা পেতেন ১১ হাজার টাকা। সহকারী অধ্যাপকরা পাবেন ষষ্ঠ গ্রেডে ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা; এত দিন যা ছিল ১৮ হাজার ৫০০ টাকা। অধ্যক্ষদের হবে প্রায় ৫০ হাজার টাকা; এত দিন যা ছিল ২৫ হাজার ৭৫০ টাকা। আর বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের মূল বেতন হচ্ছে দশম গ্রেডে ১৬ হাজার টাকা; এত দিন যা ছিল আট হাজার টাকা। জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকের বেতন হবে নবম গ্রেডে ২২ হাজার টাকা; এত দিন যা ছিল ১১ হাজার টাকা।

শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের শতভাগ পেয়ে থাকেন সরকার থেকে। শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। নতুন বেতন কাঠামোর ফলে প্রতি মাসে আরো প্রায় ৪০০ কোটি টাকার প্রয়োজন পড়বে।